ইনকিলাব

তারিখ 27 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইনকিলাব : বাকৃবি ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। (ইনসেটে) গুরুতর আহত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাওন

বাকৃবি ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত ৩৫

টিয়ারশেল নিক্ষেপ : পুলিশ মোতায়েন

মোঃ শামসুল আলম খান, ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) গতকাল এবং বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে তিন এলাকাবাসীসহ ৩৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশংকাজনক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্যাম্পাসে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং মহড়া অব্যাহত রেখেছে। যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ সংঘর্ষের আশংকায় ক্যাম্পাসে পৃঃ ১২ কঃ ১

বাকৃবি ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

... পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ... শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুতর আহতরা হলেন, বাকৃবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মহসীনুল হক শাওন, ছাত্রলীগ কর্মী আব্দুল ওহাব রিন্টু, আবু রায়হান, শাওন, রানা, শ্রেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কেওয়াটখালী মহল্লার যুবলীগ নেতা আব্দুল আওয়াল মিন্টু এবং একই মহল্লার বাসিন্দা ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু। গুরুতর আহতদের ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থা অবনতি হলে মহসীনুল হক শাওন এবং বাবুল হোসেনকে আশংকাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া আহতদের মধ্যে ১২ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাকৃবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মহসীনুল হক শাওনকে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী কেওয়াটখালী মহল্লায় সভাপতি গ্রুপ সমর্থিত স্থানীয় আওয়ামী-যুবলীগ কর্মীরা মারাত্মক ছুরিকাহত করে। খবর পেয়ে সাধারণ সম্পাদক আতিকুজ্জামান রয়েল গ্রুপের শতাধিক নেতাকর্মী কেওয়াটখালী মহল্লায় গিয়ে হামলা করে। এতে স্থানীয় যুবলীগ নেতা মিন্টু এবং আইনজীবী বাবলু গুরুতর আহত হন। নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে কেআর মার্কেটে এক মিষ্টির দোকান ভাঙচুর করে। এদিকে হামলায় বিক্ষুব্ধ কেওয়াটখালী মহল্লার আওয়ামী-যুবলীগ নেতাকর্মীরা রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের মূল সড়ক অবরোধ করে বিশ্ববিদ্যালয়গামী সাধারণ ছাত্রদের মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করলে তারা অবরোধ তুলে নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহড়া দিতে থাকে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে গভীর রাতে দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা স্ব স্ব দখলে থাকা হলে ফিরে হলের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়। এর আগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনে হলভর্তি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নেতাকর্মীরা রামদা, লাঠিসোঁটা নিয়ে ঢুকে পড়লে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ সব দর্শক আতংকে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ীরা কেআর মার্কেট ও জব্বার মোড়ের সব দোকান বন্ধ করে দেয়। গতকাল ভোর হওয়ার পর পরই দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা পুনরায় রণসাজে সজ্জিত হয় এবং বেলা ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বার মোড়ে দুই গ্রুপে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং ইটপাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের মোট ৩০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হন। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ উভয় গ্রুপকে ধাওয়া এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তিন শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং হলে হলে পুলিশি তল্লাশি চলছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে পরিবেশ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সারোয়ার মুর্শেদ আহমেদ জাস্টিস সাংবাদিকদের জানান, বিশৃঙ্খলাকারী ছাত্রলীগের একটি পক্ষ ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য ব্যবসা এবং চাকরি বাণিজ্য করার স্বার্থে রাজনীতি করছে। আমরা ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সব অনিয়ম, অরাজকতার প্রতিবাদ করে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুজ্জামান রয়েল বলেন, ক্যাম্পাসে অছাত্র, বহিরাগত এবং আঞ্চলিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করে ত্রাস সৃষ্টি করছে অপরপক্ষ। আধিপত্য বিস্তারের নামে তারা আমাদের নেতাকর্মীদের রক্তাক্ত করছে। তাদের ঘৃণ্য রাজনীতি ক্যাম্পাসে আতংক ছড়াচ্ছে। এদের প্রতিহত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামছুদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত করতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে দুপুরে সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলে প্রবেশ করলে হলের হাউজ টিউটর মোঃ আশিকুল ইসলাম শশী সাংবাদিকদের সাথে অকথ্য ভাষায় লাঞ্ছিত করে এবং হল থেকে বের হয়ে যেতে বলে।

৬টি হলে তল্লাশী : আটক ৬

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে তল্লাশী চালিয়েছে পুলিশ। এ সময় ছাত্রহলগুলো থেকে ২০টি রাম দা, বিপুল সংখ্যক হকিস্টিক, লাঠি এবং লোহার রড উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয়েছে সন্দেহভাজন ৬ ছাত্রকে। আটককৃতরা হচ্ছে— রায়হান, ঈশান, মোর্শেদ, শুভ, জিয়া এবং মামুন। এরা সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু এবং শামসুল হক হলের ছাত্র। বিকাল ৫টা থেকে ছাত্রহলগুলোতে এ অভিযান শুরু হয়ে রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।